Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ০৩-১২-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

আগামী বছর এশিয়ায় চাল উৎপাদন কমার আশঙ্কা

সংবাদ ডেস্ক

এশিয়ায় ২০২৪ সালে চালের উৎপাদন কমার আশঙ্কা করা হয়েছে। এল নিনোর প্রভাবে আবহাওয়ায় শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করবে, যা মাটির আর্দ্রতা কমিয়ে দেবে। ফলে এশিয়ার শীর্ষ চাল উৎপাদনকারী দেশগুলোয় ফলন ব্যাহত হবে। এতে খাদ্যপণ্যটির মজুদও কমে আসবে। সব মিলিয়ে বাজারে সরবরাহ স্বল্পতার ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে। রয়টার্স।

বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক ভারত ও দ্বিতীয় শীর্ষ সরবরাহকারী থাইল্যান্ড নতুন বছরের প্রথম প্রান্তিকে তাদের চাল উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। একই সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় খরার কারণে ঠিকমতো ধান চাষ করতে পারেননি কৃষকরা। ফলে শীর্ষস্থানীয় আমদানিকারক দেশটি থেকে আমদানি চাহিদা আগের চেয়ে আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল গ্রেইনস কাউন্সিলের বিশ্লেষক পিটার ক্লাব বলেন, 'উচ্চ দামের কারণে কৃষক ধান চাষে আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। এ কারণে ফলন কমে যেতে পারে। ভারত ও থাইল্যান্ড আগামীতে রপ্তানি কমিয়ে দেবে। চলতি বছরের শুষ্ক মৌসুমে দেখা গেছে, ইন্দোনেশিয়ায় জলাশয়গুলোর পানি কমে গেছে। তাই ২০২৪ সালের শুষ্ক মৌসুমে সেচ দেয়ার মতো পর্যাপ্ত পানির অভাব রয়েছে সেখানে।'

চলতি বছর প্রধান রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দেশগুলোয় এল নিনোর প্রভাবে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় চাল উৎপাদন কমে গেছে। আগামী বছর এ সংকট আরও বাড়তে পারে। এতে বৈশ্বিক চালের বাজার বড় ধরনের সরবরাহ সংকটের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বৈশ্বিক চাল বাণিজ্যের সিংহভাগই আসে এশিয়া থেকে। অঞ্চলটির প্রধান রপ্তানি কেন্দ্রগুলোয় এ বছর চালের দাম ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। গত আগস্টে ভারত চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যটির দাম ১৫ বছরের রেকর্ড সর্বোচ্চে।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়ার পূর্বাভাসদাতারা সম্প্রতি বলেছেন, 'এল নিনোর প্রভাব উত্তর গোলার্ধে ২০২৪ সালের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একই তথ্য জানিয়ে জাপানের আবহাওয়া ব্যুরো বলেছে, উত্তর গোলার্ধে এল নিনোর প্রভাব বাজায় থাকার সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ।' ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা বলেছেন, 'কম চাল উৎপাদন ও খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঝুঁকির সঙ্গে ভারত আগামী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখতে পারে। অন্যদিকে থাইল্যান্ডেও রপ্তানি করার মতো কম উদ্বৃত্ত থাকার পূর্বাভাস রয়েছে।'

ফিচ সলিউশনের শাখা বিএমআই বলেছে, 'ভারতীয় চাল রপ্তানির অনুপস্থিতিতে বড় রপ্তানিকারকের স্থান নেবে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। তবে সরবরাহ স্বল্পতার কারণে উভয় দেশের বাজারে দাম থাকবে চড়া।'

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাডায় এক রপ্তানিকারক বলেন, 'ধান উৎপাদনকারী অনেক রাজ্যে মাটির আর্দ্রতার মাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে গেছে। পুকুর-জলাধারেও গত ১০ বছরের গড়ের চেয়েও কম পরিমাণে পানি ধারণ করছে।'

রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, ভারতের শীতকালীন ফসল ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে রোপণ করা হয় এবং মার্চের দিকে কাটা হয়। এ মৌসুমের ফলন এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রায় দুই কোটি টন কমে যাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ০২-১২-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

তানোর (রাজশাহী) : উপজেলার গোল্লাপাড়া এলাকায় নিজের গবেষণা প্লটে কৃষক নূর মোহাম্মদ —ইত্তেফাক

তানোরের কৃষক নূরের নতুন জাতের ধান ডি-৫

■ **অসীম কুমার সরকার, তানোর (রাজশাহী) সংবাদদাতা**

বাবা ছিলেন কৃষক। তার হাতেই কৃষিতে হাতেখড়ি কৃষক নূর মোহাম্মদের। খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলের পানি বড় সমস্যা। আর সেই পানি সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়, তা ভাবিয়ে তোলে তাকে। এ জন্য কৃষিবিদদের সঙ্গে গড়ে তোলেন গভীর সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক থেকেই ধানের নতুন নতুন জাত নিয়ে শুরু করেন গবেষণা। শংকরায়ণের মাধ্যমে তিনি উদ্ভাবন করেন সব নতুন নতুন জাতের ধান। এ পর্যন্ত তিনি শংকরায়ণের মাধ্যমে প্রায় ২০০ ধানের অধিক নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন।

সরেজমিনে গোল্লাপাড়া (উপরপাড়া) তার গবেষণা প্লটে গিয়ে দেখা যায়, তার নতুন জাতের 'ডি-৫' কৃষকদের দেখাচ্ছেন। গত আট বছরের গবেষণায় এই নতুন ধান উদ্ভাবন করেছেন কৃষক নূর মোহাম্মদ। নাম দেওয়া হয়েছে 'ডি-৫'। কৃষিগবেষক নূর মোহাম্মদ জানান, এ ধান জনপ্রিয় ব্রি ধান ২৮-এর মতো কিছুটা। তবে, এই ধানের বিঘাপ্রতি ফলন ২১ মণ। ধানে পানি কম লাগে ও রোগবালাই অন্যান্য ধানের চেয়ে অনেক কম। এর ভাত খেতে বেশ সুস্বাদু। তার উদ্ভাবিত নতুন 'নূর ধান' আমন ও বোরো দুই মৌসুমেই আবাদ করা যাবে। ধানের গড় ফলন হবে আমন মৌসুমে বিঘাপ্রতি ১৮ মণ ও বোরো মৌসুমে বিঘাপ্রতি ২১ মণ।

তিনি আরো জানান, এবার আমন ২০২৩ মৌসুমে তার গবেষণা মাঠে তার উদ্ভাবিত দুই জাতের ধানকাটা হয়েছে। একটি চিকন 'ডি-৫' অন্যটি 'খরাসহিষ্ণু ধান'। ধানকাটা মাড়াই ও ঝাড়াই শেষে শুকোনো, ওজনে চিকন 'ডি-৫' বিঘাপ্রতি ১৮ মণ ও 'খরাসহিষ্ণু ধান' বিঘাপ্রতি ২০ মণ ফলন পাওয়া যায়। এসময় উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আনারুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আলী রিয়াজ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিজের মাটির ঘরই গবেষণাগার

কৃষিগবেষক নূর মোহাম্মদ জানান, এ ধান জনপ্রিয় ব্রি ধান ২৮-এর মতো কিছুটা। তবে, এই ধানের বিঘাপ্রতি ফলন ২১ মণ। ধানে পানি কম লাগে ও রোগবালাই অন্যান্য ধানের চেয়ে অনেক কম

আলোচনাকালে স্থানীয় কৃষকরা জানান, বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই খরায় নষ্ট হতো কৃষকের জমির ধান। সেই ধান রক্ষায় কাজ শুরু করেন কৃষক নূর মোহাম্মদ। এজন্য নিজের মাটির ঘরটি বানান গবেষণাগার। দেশীয় জাতের উন্নতি ঘটিয়ে ধানের জীবনকাল কমিয়ে আনেন। ফলন বাড়ান। ফলে জমিতে পানি কম লাগে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ফসল রক্ষা পায়। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে কীভাবে কম পানি দিয়ে এবং কম সময়ে বেশি ধান ঘরে তোলা যায়, তা নিয়ে করছেন নিরন্তর গবেষণা। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বহু জাতের ধানের জিন সংমিশ্রণ করে একটি আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেন।

তানোরের উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আলী রিয়াজ বলেন, 'কৃষিক্ষেত্রে নিত্যনতুন ধানের জাত সৃষ্টি করে এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রযুক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন কৃষক নূর মোহাম্মদ। তার মাধ্যমে তৃণমূল কৃষকপর্যায়ে ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবিত হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকরাও বিভিন্ন মৌসুমে নতুন নতুন দেশিবিদেশি জাতের ধানের অবস্থা তাদের নিজ এলাকায় দেখার সুযোগ পেয়েছেন। কৃষকরা তাদের পছন্দের জাতসমূহ চিহ্নিত করে বীজও সংগ্রহ করতে পারছেন। খরাসহিষ্ণু সারিগুলোর জীবনকাল কম হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরুর আগেই ধান কেটে ঘরে তোলা যাচ্ছে। আমার মনে হয়, বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য উপযোগী এ জাতগুলো কৃষক চাষাবাদ করলে লাভবান হবেন।'

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ০২-১২-২০২৩ (পৃঃ ১২,১১)

উৎপাদন বাড়াতে চাষ হাইব্রিড জাতের

রফিক মুহাম্মদ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে কৃষি খাত সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এ অবস্থায় কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে দিন দিনই উদ্বেগ বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি। দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর খাদ্য নিরাপত্তা বলতে প্রধানত চালের নিরাপত্তা বা পর্যাপ্ত চালের জোগানকে বুঝানো হয়। দেশে চালের উৎপাদন বাড়াতে সরকার নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে হাইব্রিড জাতের ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহী করতে নেওয়া হয়েছে নানান পদক্ষেপ। হাইব্রিড ধান চাষে কৃষকদের প্রণোদনাও দিচ্ছে সরকার। এতে দেশে ধান-চালের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হবে এমন আশা সংশ্লিষ্টদের। বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চালের উৎপাদন আগের চেয়ে কমার পূর্বাভাস করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)। কারণ, অর্থবছরের শুরুতে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে কমেছিল আউশের উৎপাদন। তবে পূর্বাভাসের পরপরই বেশ অনুকূলে আসে দেশের আবহাওয়া। ফলে চলতি আমন মৌসুমে সারাদেশে বাম্পার ফলন হয়েছে। আসন্ন বোরো মৌসুমের উৎপাদন আরও বাড়াতে চায় সরকার। তাই আসন্ন বোরোর উৎপাদন তিন-চার শতাংশ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সে জন্য এবার হাইব্রিড জাতের ধান চাষে 'বিশেষ গুরুত্ব' দেওয়া হচ্ছে। এজন্য হাইব্রিড জাতের ধান চাষে কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার।

কৃষিতে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব ঝুঁকিতে খাদ্য নিরাপত্তা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছরের আসন্ন মৌসুমে ৫০ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে ২ কোটি ১৭ লাখ টন বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে। যেখানে গত মৌসুমে (২০২২-২৩ অর্থবছর) উৎপাদন হয় ২ কোটি ৭ লাখ টন। তবে গত অর্থবছরের উৎপাদন তার আগের বছরের থেকে প্রায় দুই লাখ টন কম ছিল। আগের

পৃঃ ১১ কঃ ১

উৎপাদন বাড়াতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরে উৎপাদন হয় ২ কোটি ৯ লাখ টন।

ঘাটতি মেটাতে এবার (আসন্ন মৌসুমে) লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় দুই লাখ হেক্টর বেশি জমিতে বোরো চাষের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। গত মৌসুমে বোরো আবাদ হয় ৪৮ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে। এবার বাড়তি জমির মধ্যে এক লাখ ৯২ হাজার হেক্টরে চাষ হবে হাইব্রিড জাতের ধান। সেখানে হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৯৫ টন ফলন ধরে ৯ লাখ ৫০ হাজার টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে।

এসব বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, আমরা (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে পরিকল্পনা তৈরি করেছি। উৎপাদন বাড়াতে এবার আমরা হাইব্রিড চাষাবাদে গুরুত্ব দিচ্ছি। তিনি বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে আমরা সবচেয়ে আগে চালের নিরাপত্তাকে বুঝি। সেক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ফলন বেশি, দ্রুত উৎপাদন বাড়াতেও অধিক সহায়ক। হাইব্রিড জাতের ধান চাষে এবার বাড়তি প্রায় দুই লাখ হেক্টর জমি থেকে উৎপাদন তিন-চার শতাংশ বেশি হবে। গত কয়েক বছর দ্রুত হাইব্রিড জাত জনপ্রিয় হচ্ছে।

চাষিদের হাইব্রিড জাতের ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করতে গত কয়েক বছর ধরে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। সবশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫ লাখ কৃষককে হাইব্রিড জাতের বীজ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল। এতে ২ লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি পায়। চাল উৎপাদন বাড়ে ৯ লাখ ৮৩ হাজার টন।

আসন্ন বোরো মৌসুমেও হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে ৯০ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হবে। মাঠ পর্যায়ে শিগগির শুরু হবে প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম। এ প্রণোদনার আওতায় ১৪ লাখ ৪০ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দুই কেজি হাইব্রিড জাতের বীজ পাবেন বিনামূল্যে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, প্রণোদনার ফলে বোরো মৌসুমে হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ এক লাখ ৯২ হাজার হেক্টর বাড়বে। হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৯৫ টন ফলন ধরে অতিরিক্ত চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৯ লাখ ৫০ হাজার টন।

হাইব্রিড জাতে ব্রি-২৮ বা ব্রি-২৯ এসব ধানের চাষ করে বেড়েছে চালের উৎপাদন। বাংলাদেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন চাল উৎপাদিত হয়েছিল। পরের অর্থবছর (২০২২-২৩) উৎপাদন হয় ৩ কোটি ৯০ লাখ ৯৫ হাজার টন। দশ বছর আগের তুলনায় এখন অন্তত ৫০ লাখ টন চাল বেশি উৎপাদন হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৮০ হাজার টন। বাংলাদেশে তিন মৌসুমে চাল উৎপাদন হয়। সবচেয়ে বড় মৌসুম বোরো। এ মৌসুমে ধান আবাদ করা হয় ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে। চাল ওঠে এপ্রিল ও মে মাসে। বোরোর পরই আউশের আবাদ হয়। আমনের আবাদ হয় ভরা বর্ষায়। আউশ ও আমন বৃষ্টিনির্ভর হলেও বোরো সেচনির্ভর।

গত অর্থবছর (২০২২-২৩) দুই কোটি ৭ লাখ টন বোরো, এক কোটি ৫৪ লাখ টন আমন ও ২৯ লাখ টন আউশ ধান উৎপাদন হয়েছে। গত এক দশকে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বোরোর উৎপাদন। তবে বোরো চাষে এবার খরচ বৃদ্ধির দুশ্চিন্তায় আছেন কৃষকরা। সার, সেচ, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরিসহ নানা খাতে এবার বোরো উৎপাদন খরচ আগের তুলনায় বাড়বে। এতে চিন্তিত কৃষকরা। তারা বলছেন, উত্তরাঞ্চলে বোরো ধান চাষে দু-তিন বছরের ব্যবধানে প্রতি বিঘা জমিতে বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু গত মৌসুম শেষে ধানের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে উৎপাদন খরচ উঠছে না।